সংবাদ

তারিখ ... 25 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

কেশবপুর (যশোর) :মধ্যকুল মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা -সংবাদ

কেশবপুর মধ্যকুল মধ্যপাড়া প্রা. স্কুল

১৪ বছর ধরে বেতন বঞ্চিত শিক্ষকরা

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুর পৌর এলকার অবহেলিত, অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ এলাকার নাম মধ্যকুল। বন্যাকবলিত এ গ্রামে ছিল না কোনো উন্নত রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ মানুষ ছিল নিরক্ষর। সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে ধরণা না দিয়ে নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এ গ্রামের সমাজ সেবক সাবেক কাউন্সিলর সাংবাদিক ওয়াজেদ খান ডবলু ২০০২ সালে নিজ উদ্যোগে, নিজ অর্থে নিজের জায়গায় গড়ে তোলেন মধ্যকুল মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটির ভাগ্যে জোটেনি সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুদান। জ্বরাজীর্ণ ভবন, চেয়ার, বেঞ্চ, আসবাবপত্র, খেলার মাঠ, সীমানা প্রাচীরসহ নানাবিধ সংকটে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটির পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে শিক্ষকরা বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা শাহিনারা পারভিন জানান, পৌর এলাকার মধ্যকুল মধ্যপাড়া সড়কের পাশে মধ্যকুল গ্রামের দানবীর মরহুম আবদুল করিম খানের ছেলে ওয়াজেদ খান ডবলু নিজ উদ্যোগে, নিজ অর্থে, নিজের ৩৩ শতক জমির ওপর মধ্যকুল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। আশপাশে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় বিদ্যালয়টির মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দিন দিন এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমান ২৮৫ জন শিক্ষার্থীকে মাত্র ৪ জন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। প্রাথমিকের অনুমতি পাওয়ার পর ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠাতা ওয়াজেদ খান ডবলু নিজ অর্থে ৪ রুম বিশিষ্ট একটি টিন সেডের আধাপাকা ভবন নির্মাণ করে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমান এ ভবনটির টিন মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আকাশের মেঘ দেখলেই স্কুল ছুটি হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। কক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে গাদাগাদি করে বসতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অমনযোগী হয়ে পড়ে। পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষার্থী জান্নাতুল মাওয়া বন্যা, মুসফিকুর রহমান জানায়, তাদের স্কুলের ভবন খুবই জরাজীর্ণ। খেলার মাঠ সব সময় পানিবদ্ধ থাকায় স্কুলের বারান্দা ধসে গেছে। তাদের খেলাধুলা করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ভবনের টিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টি হলেই জামা-কাপড়সহ বই ভিজে যায়। একটি বাথরুমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ সারতে হয়।

প্রধান শিক্ষক পলাশ দেবনাথ জানান, প্রতিষ্ঠানটির সমস্যার কথা বলে শেষ করা যাবে না। অর্থাভাবে চেয়ার, বেঞ্চ, আসবাবপত্র মেরামত করা যাচ্ছে না। জানালা দরজা ভাঙাচুরা। স্কুলটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষকরা দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বিনা বেতনে কাজ করছে। এরপরও গত বছর তার প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরমধ্যে ৬ জন বৃত্তি পাওয়াসহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করে। এই মুহূর্তে স্কুলটির ভবন, মাঠ ভরাট, দুটি শ্রেণীকক্ষসহ চেয়ার, বেঞ্চ মেরামত জরুরি হয়ে পড়েছে। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ওয়াজেদ খান ডবলু বলেন, আমার এলাকায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় ছেলে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ কথা বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে, নিজ অর্থে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতি বছর ঝড়ে প্রতিষ্ঠানটির টিন উড়ে যায়। এ সময় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি অনুদান পাইনি। দীর্ঘদিনেও ভবনটি পুনসংস্কার না হওয়ায় বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। পজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আকবর আলী বলেন, বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি জাতীয়করণের ঘোষণা দিলে ওই প্রতিষ্ঠানটি ২য় স্তরে ছিল। এ স্কুলের সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তারা সরকারের বেতনভাতা পাবে।